সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক ইত্তেফাক
প্রকাশনার স্থান : ঢাকা।
তারিখ : 26 NOV 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে গতকাল সিরডাপ মিলনায়তনে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউএনএফপিএ ও ইউএনওমেন-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত দিনব্যাপী মেলায় মিনি ডিজিটাল বাইস্কোপ দেখার ব্যবস্থা রাখা হয় —রেহেনা আক্তার

'নারীর কথা শুনবে বিশ্ব, কমলা রঙে নতুন দৃশ্য'

নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রচারাভিযান শুরু

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

'নারীর কথা শুনবে বিশ্ব, কমলা রঙে নতুন দৃশ্য' প্রতিপাদ্য সামনে রেখে নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ১৬ দিনব্যাপী প্রচারাভিযান শুরু করেছে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস ও পক্ষ উপলক্ষে ইউএনএফপিএ ও ইউএনওমেনের সহযোগিতায় গতকাল রবিবার এই প্রচারাভিযানের উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এর উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমা বেগম এনডিসি ও বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউএন রেসিডেন্ট কো-অর্ডিনেটর মিয়া সেপো। আরও বক্তব্য রাখেন দীপ্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাকিয়া কে হাসান, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের পরিচালক ড. আবুল হোসেন, ন্যাশনাল ইয়ুথ অ্যাডভাইজরি প্যানেলের সদস্য শহীদা আক্তার স্বর্ণা, আলমগীর হোসেন, ইউএন ইয়ুথ অ্যাডভাইজরি প্যানেলের সদস্য নওশীন চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেহের আফরোজ চুমকি বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। যেখানে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে সেখানে সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নিচ্ছে। অপরাধীকে আটকের ক্ষেত্রে সরকার প্রায় শতভাগ সফল। কিন্তু নির্যাতন বন্ধ করা কেবল সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এই বিষয়ে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। সকলের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাল্য বিবাহও এক ধরনের নারী নির্যাতন। ১৮ বছরের নিচে কোনো শিশুর বিবাহ বরদাশত করা হবে না। এই বিষয়ে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। নতুন আইন অনুযায়ী বাল্য বিবাহের সাজা ও জরিমানা বৃদ্ধি করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্ম-পরিকল্পনার (২০১৮-২০৩০) মোড়ক উন্মোচন করেন প্রতিমন্ত্রী। এই পরিকল্পনার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন অনেকাংশে কমে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

The New Nation
Dhaka

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

Speedy trial to protect women's rights needed

VIOLENCE against women in our country still remains a common feature as many powerful offenders hardly get punishment and time-killing investigation process hinders the justice. Human rights campaigner Ain o Salish Kendra (ASK) report stated that harassment, violence, rape, murder and domestic abuse over dowry - these all have forced many girls ending their lives -- despite various preventive measures taken by government and non-government organisations.

The laws for protecting women's rights are undeniably too strict but the implementation is often mired with complexities as the society is highly male dominated. Besides, alien culture and women's participation in outdoor activities expose them to be violated.

In 2017, at least 1,648 women faced six forms of violence -- rape, domestic abuse, assault on domestic workers, dowry-related attacks, acid attacks, and assault unleashed by village arbitration. Additionally, at least 255 men and women suffered violence for protesting sexual assaults and harassments on women. Between January and October this year, 1,263 women were victims of violence across the country and another 159 men and women faced violence for protesting sexual assault. The number was 1,467 in 2016, 1,627 in 2015, and 1,615 in 2014. However, the actual figure might be much higher as many incidents go unreported. For example, about 2,000 complaints of violence against women and children are reported every day through a hotline number (109) set up by the government.

Bangladesh is pledge-bound to eliminate violence against women as it ratified the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) with a reservation on some clauses. Quick disposal of cases on violence against women and children through Speedy trial tribunals has been a sign of the government's success, but regular tribunals and courts are still in a sorry state.

In most cases, the police and other machinery are not women-friendly; many victims stay off them, so that the conviction rate is low. We demand for ending lengthy trial processes, political influence and discriminatory use of laws that favour powerful offenders.

দৈনিক যুগান্তর
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

নারী নির্যাতন রোধে ঢাকায় জাতিসংঘের সমাধান মেলা

যুগান্তর রিপোর্ট

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে রোববার ঢাকায় এক সমাধান মেলার আয়োজন করা হয়। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ব্যতিক্রমধর্মী এ মেলার আয়োজন করেছে জাতিসংঘের সহযোগী সংস্থা ইউএনএফপিএ ও বাংলাদেশ সরকার। মেলার উদ্দেশ্য হল নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে আগ্রহী করে তোলা। এতে জাতিসংঘের বিভিন্ন অঙ্গসংস্থা ও দেশ-বিদেশের বেসরকারি সংস্থা তাদের কার্যক্রম তুলে ধরে। মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি দিনব্যাপী এ মেলার উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, সহিংসতা রোধে ১৬ দিনব্যাপী সারা বিশ্বে প্রচারাভিযান চলবে। এবারের আয়োজনের স্লোগান হল— 'নারীর কথা শুনবে বিশ্ব, কমলা রঙে নতুন দৃশ্য'। ১০ ডিসেম্বর কর্মসূচী শেষ হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন নারী ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাসিমা বেগম এবং বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপো। এমন এক সময় এ মেলার আয়োজন করা হল, যখন নারীদের যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী মি-টু আন্দোলন চলছে। বাংলাদেশেও এ আন্দোলন নিয়ে সোচ্চার হয়ে উঠছে নারীবাদী সংগঠনগুলো। এ কারণে বিভিন্ন স্টলের ব্যানার ফেস্টুনেও যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্লোগান ছিল।

২০১৫ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) পরিচালিত এক জরিপের তথ্য উল্লেখ করে অনুষ্ঠানে জানানো হয়, বাংলাদেশে প্রতি চারজন বিবাহিত নারীর মধ্যে তিনজনই তাদের স্বামীর নির্যাতনের শিকার। শতকরা হিসাবে যা ৭৩ শতাংশ। এরমধ্যে মাত্র ২ দশমিক ৬ শতাংশ নারী নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিয়েছেন। গবেষণায় দেখা গেছে, সামাজিকভাবে মানহানির ভয়, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা এবং নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করেই বেশিরভাগ নির্যাতিত নারী আইনের সহযোগিতা নেয় না।

মেলায় যেসব সংস্থা অংশ নিয়েছে এরমধ্যে রয়েছে— জাতিসংঘ জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতাবিষয়ক সংস্থা ইউএন উইমেন, আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও, ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল ইউএনএফপিএ, আইনবিষয়ক বেসরকারি সংস্থা (এনজিও) ব্লাস্ট, অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ, সেন্টার ফর ম্যান অ্যান্ড ম্যাসকুলিনিস স্টাডিজ, সরকারের মাল্টিসেক্টরাল প্রজেক্ট অন ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন, জয়িতা, ইউনাইট ফর বডি রাইট অ্যালায়েন্স, বাংলাদেশ পুলিশ, নিরাপদ, অ্যাডোহার্টস এবং নেদারল্যান্ড সরকারের সহযোগী সংস্থা।

সংবাদপত্রের নাম : Bangladesh post
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

Solution Fair arranged to address violence against women, girls

16 Days of Activism Campaign kicks off

Staff Correspondent

A daylong event-- Solution Fair-- was arranged on the CIRDAP premises in the capital on Sunday as part of the globally celebrated 16 Days of Activism Campaign Against Gender-Based Violence. The campaign began on Sunday with a call to eliminate all forms of violence against women.

The event was arranged with the support of United Nations Population Fund (UNFPA). The program was taken in a bid to address the soaring cases of violence against women in Bangladesh along with the responses undertaken by the government, different UN agencies, NGOs and other relevant stakeholders. State Minister for Women and Children Affairs Meher Afroz Chumki attended the function as the chief guest and inaugurated the Solution Fair. Secretary of the ministry Nasima Begum and UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Bangladesh Mia Seppo joined the event as special guests.

The participating organizations include Acid Survivors Foundation (ASF), ActionAid Bangladesh, Bangladesh Legal Aid And Services Trust (BLAST), Center for Men and Masculinities Studies (CMMS), Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Labour Organization (ILO), Joyeeta, Multi-sectoral Project on Violence Against Women, United Nations Populations Fund (UNFPA), UN Women, Unite for Body Rights Alliance, Nirapod, AdoHearts, and other partners of the Kingdom of Netherlands, delineated their responses to gender based violence against women and girls in Bangladesh through the medium of innovative stalls and installations.

By bringing the field actions to one location, stalls in the fair illustrated the respective organizations' different mechanisms to prevent violence against women and girls in Bangladesh along with the response infrastructures built to support the survivors of gender based violence.

Visitors at the fair had an opportunity to efficiently engage with and learn about the work of different UN agencies, their partners, INGOs/NGOs and the government on the prevention of gender based violence in the country.

According to the VAW survey 2015 conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS), three out of four ever-married women in Bangladesh (73%) experienced some form of violence by their husbands. Among those women and girls, only 2.6% took legal actions due to a fear that their dignity, privacy, confidentiality, safety, security and protection from harm or retribution.

In recent years, voices of survivors and activists have addressed through different campaigns. UN along with Government, INGOs and NGOs is working to prevent violence against women and spawned many solutions and support mechanisms for the survivors.

With the theme 'Orange the World: #HearMeToo', the '16 Days of Activism Against Gender-Based Violence' campaign will end on December 10, the day of International Human Rights Day.

State Minister for Women and Children Affairs Meher Afroz Chumki and others join Solution Fair on CIRDAP premises in the city on Sunday. Photo: BP

Dhaka Tribune

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

SEXUAL HARASSMENT

Installing CCTV cameras in public transport

Kamrul Hasan

PUBLIC SAFETY ■

As part of the global awareness campaign the "The 16 Days of Activism to End Gender-Based Violence" yesterday, speakers said that the government is planning many programs to combat violence against women.

Women and Children Affairs Secretary Nasima Begum at the program said: "As a lot of women are sexually harassed on public transport, we have recently sent a proposal to the Finance Ministry for funds to install CCTV cameras in them."

"It would be easier to identify criminals; the ministry could monitor the feed through a central monitoring cell," she added at the program organized by the ministry and UNFPA at CIRDAP.

The secretary said the pilot project is part of the action plan the ministry has recommended to the Finance Ministry to combat violence against women.

Nasima Begum also spoke about the emergency app for women called "Joy" that connects to the national emergency service-999.

State Minister for Women and Children Affairs Meher Afroz Chumki and UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Bangladesh Mia Seppo joined the event as chief and special guests.

Chumki said the National Plan of Action (NPA) (2018 - 2030) is going to help eradicate violence against women. "Bangladesh is moving towards becoming a developed country by 2041 and to achieve that we need to develop the mindset of the people."

Seppo welcomed the plan and said: "The government should implement the National Action Plan through a strong monitoring and evaluation system."

A panel discussion joined by Youth Advisory Panel was also held following the inauguration. The panel discussion was moderated

Solution Fair

After the event, speakers and guests visited the first ever Solution Fair that featured a total 14 stalls showcasing work by different government agencies, UN agencies, development partners, NGOs and other relevant stakeholders, including Acid Survivors Foundation,ActionAid Bangladesh, Bangladesh Legal Aid And Services Trust, Center for Men and Masculinities Studies, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Labour Organization, Joyeeta, Multi-sectoral Project on Violence Against Women, United Nations Populations Fund, UN Women, and Nirapod.

Participating agencies described their response in preventing violence against women and help survivors of violence in Bangladesh. ●

সংবাদপত্রের নাম : দৈনিক কালের কণ্ঠ
প্রকাশনার স্থান : ঢাকা।
তারিখ : 26 NOV 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ পালন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

নারী ও মেয়ে শিশুদের প্রতি জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা দূর করা ও বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর পালন করা হয় আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ। এ উপলক্ষে গতকাল রবিবার ১৬ দিনব্যপী প্রচারাভিযান শুরু করেছে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়। ইউএনএফপিএ ও ইউএনউইমেনের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি পালন করা হবে। এ ছাড়া বিভিন্ন সংগঠন এ উপলক্ষে নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষের প্রচারাভিযান উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি। তিনি বলেন, নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে। যেখানে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটছে, সেখানে সরকার দ্রুততম সময়ের মধ্যে ব্যবস্থা নিচ্ছে। কিন্তু নির্যাতন বন্ধ করা শুধু সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এ বিষয়ে সমাজের সব স্তরের মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে।

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ২১টি সংগঠনের সম্মিলিত আয়োজনে গতকাল অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিরোধ ও প্রতিবাদসভা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে

মেহের আফরোজ চুমকি, *প্রতিমন্ত্রী*

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে গতকাল নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিনের ক্যাম্পেইন উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। তিনি আরও বলেন, বাল্যবিবাহ সবচেয়ে বড় নারী নির্যাতন এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। সরকার বাল্যবিবাহ বন্ধে নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাল্যবিবাহবিরোধী প্রচার বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

সরকারের নানামুখী পদক্ষেপে বাল্য বিবাহ হ্রাস পেয়েছে

—মেহের আফরোজ চুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶▶

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেছেন, বাল্য বিবাহ সবচেয়ে বড় নারী নির্যাতন এবং মানবাধিকারের চরম লংঘন।

সরকার বাল্য বিবাহ বন্ধে নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাল্য বিবাহ বিরোধী প্রচারণা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশে বাল্য বিবাহের পরিমান উল্লেখযোগ্য পরিমানে হ্রাস পেয়েছে। তিনি গতকাল রোববার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউ এন ইউমেন বাংলাদেশের আয়োজনে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিনের ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনের সময় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগম এনডিসি এর সভাপতিত্বে এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপো, দীপ্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাকিয়া কে হাসান এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধাকল্পে মাল্টিসেক্টোরাল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন প্রমুখ।

নাছিমা বেগম এনডিসি বলেন, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পলিসি রিফর্ম করার পাশাপাশি নারীকে অর্থনৈতিক ভাবে স্বালম্বী করার জন্য বিভিন্ন রকমের কর্মমুখী প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ২ কোটি নারীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিজন নারী যদি ১০০০/- টাকা আয় করে তাহলে জাতীয় আয়ে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা যোগ হবে।

মিয়া সেপো বলেন, বাল্য বিবাহ বন্ধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে, যা খুবই প্রশংসনীয়। সরকারের পাশাপাশি গণমাধ্যমও ভাল ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি তার ধারাবাহিকতা রক্ষার করার আবেদন জানান।

আলোকিত বাংলাদেশ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে রোববার নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিনের ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মহিলা ও শিশুবিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ◉ আলোকিত বাংলাদেশ

বাল্যবিয়ে সবচেয়ে বড় নারী নির্যাতন

ক্যাম্পেইন উদ্বোধনীতে চুমকি

◉ নিজস্ব প্রতিবেদক

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি বলেছেন, বাল্যবিয়ে সবচেয়ে বড় নারী নির্যাতন এবং মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। সরকার বাল্যবিয়ে বন্ধে নানামুখী কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। বাল্য বিয়েবিরোধী প্রচারণা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশে বাল্যবিয়ের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে।

তিনি রোববার মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং ইউএন উইমেন বাংলাদেশের আয়োজনে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে নারীর সহিংসতা প্রতিরোধে ১৬ দিনের ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনের সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব নাছিমা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতিসংঘের বাংলাদেশ আবাসিক প্রতিনিধি মিয়া সেপো, দীপ্ত ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক জাকিয়া কে হাসান এবং নারী নির্যাতন প্রতিরোধকল্পে মাল্টিসেক্টরাল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ড. আবুল হোসেন প্রমুখ।

নাছিমা বেগম বলেন, নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকার বিভিন্ন পলিসি রিফর্ম করার পাশাপাশি নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য বিভিন্ন রকমের কর্মমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২ কোটি নারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রতিজন নারী যদি ১ হাজার টাকা আয় করেন তাহলে জাতীয় আয়ে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা যোগ হবে।

মিয়া সেপো বলেন, বাল্যবিয়ে বন্ধ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ এবং নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে, যা খুবই প্রশংসনীয়। সরকারের পাশাপাশি গনমাধ্যমও ভালো ভূমিকা রাখতে পারে। তিনি এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করার আবেদন জানান।

সংবাদপত্রের নাম : THE ASIAN AGE
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

State Minister of the Ministry of Women and Children Affairs Meher Afroz Chumki among others at the inauguration of 16 Days of Activism campaign at CIRDAP premises on Sunday. -Jahidul Islam

16 days of activism campaign kicks off with Solution Fair

AA News Desk

As part of the globally celebrated 16 Days of Activism campaign, a daylong Solution Fair was arranged at the CIRDAP premises here for the first time ever in Bangladesh, aiming to address the soaring cases of violence against women in Bangladesh

State Minister of the Ministry of Women and Children Affairs Meher Afroz Chumki inaugurated the event as the chief guest. The event was arranged with the support United Nations Population Fund (UNFPA).

Women and Children Affairs secretary Nasima Begum, UN Resident Coordinator and UNDP Resident Representative in Bangladesh Mia Seppo joined the event as special guests.

"Women and men should not be labeled, in fact they should be addressed as mere humans. We should work to include men in the women empowerment

cate a man, you educate an individual, but when you educate a woman, you educate a family, a country," she said. UNRC Mia Seppo said, "The Millennials are an exciting generation. They are the only generation that actually believes in gender equality. We, however, were taught to do so. That in itself is an achievement. I hope this movement continues against patriarchy, gender inequality and impure mindsets."

A panel discussion joined by Youth Advisory Panel was also held following the inauguration. The panel discussion was moderated by Dr. Abul Hossain who discussed about the different dimensions of violence and the necessary steps to be taken to eradicate gender-based violence especially early marriage, said a press release.

Participating agencies delineated their response to prevent violence against women and help the survivors of violence in Bangladesh.

Services Trust (BLAST), Center for Men and Masculinities Studies (CMMS),Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO),International Labor Organization (ILO), Joyeeta,Multi-sectoral Project on Violence Against Women, United Nations Populations Fund (UNFPA), UN Women,Unite for Body Rights Alliance, Nirapod, AdoHearts, and other partners of the Kingdom of Netherlands.

Among the participating organizations, UNFPA,.for instance, recreated a dummy of their Women Friendly Spaces that provide an array of services to survivors of violence, including psycho-social counseling, case management and referral services, all this while strengthening their productive capacity by providing them with essential skill development trainings.

From legal supports to reconstructing people's perception about women and violence itself to provision of necessary education and vocation skills, the stalls in

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন
ঢাকা।

সংবাদপত্রের নাম :
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

নারী মনোনয়ন পেলেন যারা

জিন্নাতুন নূর

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রার্থী সরাসরি ভোটের লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছেন। গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তদের চিঠি দেওয়া হয়। গতকাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও যেসব নারী প্রার্থী দলীয় মনোনয়নের চিঠি পেয়েছেন, তারা হলেন : মতিয়া চৌধুরী (শেরপুর-২), ডা. দীপু মনি (চাঁদপুর-৩), সিমিন হোসেন রিমি (গাজীপুর-৪), মাহাবুব আরা বেগম গিনি (গাইবান্ধা-২), হাবিবুন্নাহার (বাগেরহাট-৩), বেগম মন্নুজান সুফিয়ান (খুলনা-৩), সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি (মুন্সীগঞ্জ-২), মেহের আফরোজ চুমকি (গাজীপুর-৫), জয়া সেনগুপ্তা (সুনামগঞ্জ-২), সৈয়দা সায়রা মহসিন (মৌলভীবাজার-৩), শাহীনা আক্তার চৌধুরী (কক্সবাজার-৪), ইসমত আরা সাদেক (যশোর-৬) ও মমতাজ বেগম (মানিকগঞ্জ-২), কুমিল্লা-২ আসনে সেলিমা আহমাদ মেরি।

আগামী ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চার হাজার ২৩ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ৩৪৬ জন। এর মধ্যে রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত থাকা নারী প্রার্থীর পাশাপাশি অনেক নতুন মুখও ছিলেন। ১০ম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ

ডা. দীপু মনি

মেহের আফরোজ চুমকি

সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি

সিমিন হোসেন রিমি

ইসমত আরা সাদেক

মাহবুব আরা বেগম গিনি

মন্নুজান সুফিয়ান

সেলিনা আহমাদ

সংবাদপত্রের নাম : ঢাকা।
প্রকাশনার স্থান :
তারিখ : 26 NOV 2018

তথ্য অধিদফতর
বাংলাদেশ সচিবালয়
ভবন নং-৯ (ক্লিনিক ভবন)
(৩য় ও ৪র্থ তলা)
ঢাকা।

সংবাদ
সম্পাদকীয়
প্রবন্ধ
চিঠিপত্র

নারী মনোনয়ন পেলেন যারা

জিন্নাতুন নূর

একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী প্রার্থী সরাসরি ভোটের লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছেন। গতকাল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ের আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দলীয় মনোনয়ন প্রাপ্তদের চিঠি দেওয়া হয়। গতকাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও যেসব নারী প্রার্থী দলীয় মনোনয়নের চিঠি পেয়েছেন, তারা হলেন : মতিয়া চৌধুরী (শেরপুর-২), ডা. দীপু মনি (চাঁদপুর-৩), সিমিন হোসেন রিমি (গাজীপুর-৪), মাহাবুব আরা বেগম গিনি (গাইবান্ধা-২), হাবিবুন্নাহার (বাগেরহাট-৩), বেগম মন্নুজান সুফিয়ান (খুলনা-৩), সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি (মুন্সীগঞ্জ-২), মেহের আফরোজ চুমকি (গাজীপুর-৫), জয়া সেনগুপ্তা (সুনামগঞ্জ-২), সৈয়দা সায়রা মহসিন (মৌলভীবাজার-৩), শাহীনা আক্তার চৌধুরী (কক্সবাজার-৪), ইসমত আরা সাদেক (যশোর-৬) ও মমতাজ বেগম (মানিকগঞ্জ-২), কুমিল্লা-২ আসনে সেলিমা আহমাদ মেরি।

আগামী ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের চার হাজার ২৩ জন মনোনয়নপ্রত্যাশীর মধ্যে নারী প্রার্থী ছিলেন ৩৪৬ জন। এর মধ্যে রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে সম্পৃক্ত থাকা নারী প্রার্থীর পাশাপাশি অনেক নতুন মুখও ছিলেন। ১০ম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ থেকে ১৯ জন নারী প্রার্থী সরাসরি এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের ৮১ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে নারীর সংখ্যা ১৪ জন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ আটজন (একজন সংরক্ষিত আসনে) নারী এমপি রয়েছেন।

ডা. দীপু মনি

মেহের আফরোজ চুমকি

সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলি

সিমিন হোসেন রিমি

ইসমত আরা সাদেক

মাহবুব আরা বেগম গিনি

মন্নুজান সুফিয়ান

সেলিনা আহমাদ